

টেকসই কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণে

সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা





সামাজিক সমাজ উন্নয়ন সংস্থা
করবাতা শাখা (১০১)
সংগঠিত: ১৯৮০

সামাজিক সমাজ উন্নয়ন সংস্থা
করবাতা শাখা (১০১)
সংগঠিত: ১৯৮০

সামাজিক সমাজ উন্নয়ন সংস্থা
করবাতা শাখা (১০১)
সংগঠিত: ১৯৮০

টেকসই কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণে

সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা

অর্থায়ন ও কারিগরি সহযোগিতায়
কৃষি ইউনিট এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)



প্রকাশনায় ও প্রচারে
সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা
চরবাটা, সুবর্ণচর, নোয়াখালী



প্রকাশকাল জুন ২০২০

প্রকাশনায়

সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা

চরবাটা, সুবর্ণচর, নোয়াখালী

ফোন : ০১৮৬-৫০৪১২০২

ই-মেইল : saifulislamssus@gmail.com

ওয়েবসাইট : www.sagarika-bd.org

প্রকাশনা উপদেশক

জনাব গোলাম তৌহিদ, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ

ড. শরীফ আহম্মেদ চৌধুরী, মহাব্যবস্থাপক, পিকেএসএফ

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

মোঃ সাইফুল ইসলাম

নির্বাহী পরিচালক, সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা

প্রকাশনা কনসেপ্ট ও সম্পাদনায়

এ. এম. ফরহাদুজ্জামান

উপ-ব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) পিকেএসএফ

কৃতজ্ঞতা

জেসমিন আরা, উপ-ব্যবস্থাপক (কার্যক্রম), পিকেএসএফ

মোঃ শাহরিয়ার হায়দার, উপ-ব্যবস্থাপক (কার্যক্রম), পিকেএসএফ

তথ্য প্রদান ও সহযোগিতায়

মোঃ মহিবুল্লাহ, ফোকাল পার্সন, সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা

কৃষিবিদ শিবব্রত ভৌমিক, কৃষি কর্মকর্তা, সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা

মোঃ শহীদুল আলম, মৎস্য কর্মকর্তা, সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা

ডাঃ মহিন উদ্দিন পারভেজ, প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা

অর্থায়ন ও কারিগরি সহযোগিতায়

কৃষি ইউনিট এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

প্রকাশনাটি পিকেএসএফ-এর কৃষি ইউনিট এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট-এর অর্থায়নে ও কারিগরি সহযোগিতায় সহযোগী সংস্থা 'সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা' কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের সচিব প্রতিফলন মাত্র





প্রচ্ছদ অলংকরণ ও ফটোগ্রাফী
সালাহউদ্দীন আহমেদ
ডিজাইন ও প্রোডাকশন

Visual Acoustics
VISUAL ACOUSTICS

visualacousticsbd@gmail.com
ফোনঃ +৮৮-০১৬৭৬৯৪৮৮৮



মোঃ সাইফুল ইসলাম
নির্বাহী পরিচালক, সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা

প্রাক্কথন

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর আর্থিক এবং কারিগরি সহযোগিতায় 'সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা' কর্তৃক কৃষি ইউনিট এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট-এর আওতায় 'প্রযুক্তি বিষয়ক ফটোবুক' প্রকাশনাটি প্রণয়ন করতে পেরে আমরা খুবই আনন্দিত। সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা ১৯৮৫ সাল থেকে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের অবহেলিত চর ও উপকূলীয় এলাকার দরিদ্র মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নসহ সার্বিক কল্যাণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সংস্থার দীর্ঘ এই পথ চলায় পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) সব সময় পাশে থেকে বিভিন্ন পরামর্শসহ আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করে যাচ্ছে। পিকেএসএফ-এর এই অব্যাহত ও নিরন্তর সহযোগিতা সাগরিকা সর্বদা প্রত্যাশা করে।

আমাদের দেশ কৃষি নির্ভর। আমাদের সংস্থার কর্মএলাকার ৮০ শতাংশ মানুষই জীবন জীবিকায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশকে একটি উন্নত সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে বিশ্ব মানচিত্রে স্থান দিতে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারী সংস্থা (এনজিও) সমূহ নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা কর্মএলাকায় সংগঠিত সদস্যদের কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধি করে আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি অর্জনের মাধ্যমে দেশের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কৃষি ইউনিট এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। নতুন নতুন আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি কৃষকদের মাঝে প্রদর্শনী আকারে বাস্তবায়ন করার পর কৃষক নিজে যেমন আর্থিকভাবে উপকৃত হয়েছে তেমনি ভাবে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের পর তাদের উৎপাদনশীলতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও প্রযুক্তি বাস্তবায়নের সাফল্যজনক ফলাফল দেখে এলাকার অন্যান্য কৃষকরা অনুপ্রাণিত হয়ে তা বাস্তবায়ন করছে, যা ইউনিট সমূহের সবচেয়ে বড় সাফল্য।

ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও কৃষি প্রযুক্তি সম্পর্কিত এই 'প্রযুক্তি বিষয়ক ফটোবুক' প্রকাশনার উদ্যোগে সহযোগিতা করার জন্য আমি পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সাথে সাথে এই প্রকাশনা প্রণয়নের সাথে জড়িত সকল কর্মকর্তাবৃন্দের প্রতি তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।





কৃষি ইউনিট

পৃষ্ঠাঃ ০৬-২১







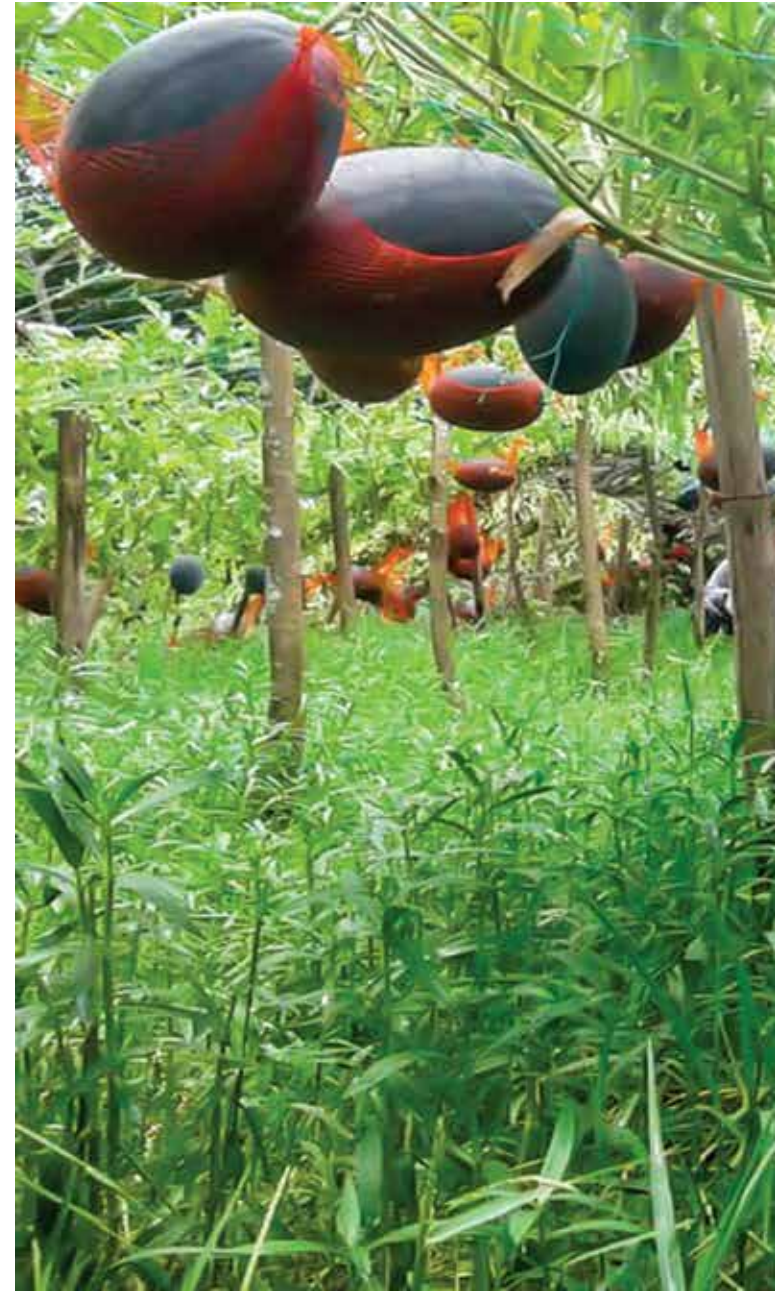
কোকো-ডাস্ট ব্যবহার করে সবজি/ফলের চারা উৎপাদন

কৃষিজ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে গুণগত মানসম্পন্ন বীজ ও চারা অন্যতম কৃষি উপকরণ হিসাবে বিবেচ্য। ফসলের বীজ ও চারা মানসম্পন্ন না হলে আশানুরূপ ফলন হয় না। এছাড়া, বন্যা, লবণাক্ততা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে যথাসময়ে মৌসুমভিত্তিক ফসলের চারা উৎপাদন সম্ভব হয় না। পক্ষান্তরে, সবজি চাষে মাটিতে চারা করলেও অনেক সময় ভালো মানের চারা পাওয়া যায় না এবং অনেক চারা নষ্ট হয়ে যায়। মাটি ছাড়াই প্লাস্টিক ট্রেতে কোকোডাস্ট ব্যবহার করে ফসলের চারা উৎপাদন একটি আধুনিক পদ্ধতি যেখানে সারা বছর উন্নত মানের চারা উৎপাদন করা যায়।



সার্বিক অর্জন :

১. এ পর্যন্ত বাস্তবায়িত প্রদর্শনীর সংখ্যা : ৫ টি
২. প্রযুক্তিটি বাস্তবায়নে মোট প্রদত্ত প্রশিক্ষণের সংখ্যা : ২৫ জন
৩. মোট স্থাপিত ক্লাস্টার সংখ্যা : ১ টি
৪. প্রযুক্তির আওতায় প্রদর্শনী আয়তন : ৫ শতক
৫. মোট চারা উৎপাদন : ৪০,০০০ চারা
৬. মোট বিক্রয়মূল্য : ৭০,০০০ টাকা
৭. প্রযুক্তিটি বাস্তবায়নে মোট ব্যয় : ৩০,০০০/- টাকা (১ টি প্রযুক্তি ১ মৌসুমে)
৮. প্রযুক্তিটি বাস্তবায়নে মোট আয় : ৪০,০০০/- টাকা (১ টি প্রযুক্তি ১ মৌসুমে)
৯. বিশেষ অর্জন : ১৬,০০০ তরমুজের চারা উৎপাদন





গ্রীষ্মকালীন অমৌসুমী বেবি তরমুজ চাষ

তরমুজ একটি সুস্বাদু অর্থকরী ফসল। গরমের সময় এটি অত্যন্ত তৃপ্তিদায়ক ও তৃষ্ণা নিবারক। তরমুজ বর্তমানে আর মৌসুমী ফল নয়। বাজারে সারা বছরই এর সরবরাহ বিদ্যমান। তবে অমৌসুমী তরমুজের সরবরাহ বাজারে কম থাকায় এটি উচ্চমূল্যে বিক্রয় হয় এবং কৃষকগণ বর্ধিত মুনাফা অর্জন করতে পারে। সাধারণত মৌসুমী দেশী তরমুজ শীতকালে বপন করা হয় এবং এ তরমুজ ফুরিয়ে গেলেই হাইব্রিড জাতের অমৌসুমী তরমুজ বাজারে আসে। সাধারণ তরমুজের চেয়ে এই তরমুজে মিষ্টি ও স্বাদ বেশি। প্রতিটি তরমুজের ওজন ২-৩.৫ কেজি পর্যন্ত হয়। বীজ বপনের ৪০ দিনের মাথায় ফুল থেকে ফল আসে এবং ফল ধরার ৩০-৩৫ দিনের মধ্যে খাওয়ার উপযোগী হয়। বিদেশী জাতের এ অমৌসুমী তরমুজ বছরে শীতকাল বাদে ২-৩ বার আবাদ করা যায়।

সার্বিক অর্জন :

১. এ পর্যন্ত বাস্তবায়িত প্রদর্শনীর সংখ্যা : ৪ টি
২. প্রযুক্তিটি বাস্তবায়নে মোট প্রদত্ত প্রশিক্ষণের সংখ্যা : ২৫ জন
৩. মোট স্থাপিত ক্লাস্টার সংখ্যা : ১ টি
৪. প্রযুক্তির আওতায় প্রদর্শনীর আয়তন : ৫০ শতক
৫. মোট তরমুজ উৎপাদন : ৫০০০ কেজি
৬. মোট বিক্রয়মূল্য : ২,০০,০০০ টাকা
৭. প্রযুক্তিটি বাস্তবায়নে মোট ব্যয় : ৫৫,০০০ (৫০ শতক জমিতে ৭০ দিন)
৮. প্রযুক্তিটি বাস্তবায়নে মোট আয় : ১,৪৫,০০০ (৫০ শতক জমিতে ৭০ দিন)
৯. প্রযুক্তি সম্প্রসারণে গৃহীত পদক্ষেপঃ লিফলেট-১০০০ টি, সাইনবোর্ড-৪ টি
১০. প্রযুক্তিটির প্রতিরূপায়নকৃত সদস্যর সংখ্যা : ৫ জন
১১. বিশেষ অর্জন : দেশের জাতীয় ইলেকট্রনিক মিডিয়া কর্তৃক কার্যক্রম ধারণ ও সম্প্রচার।

ড্রাইকো-কম্পোস্ট





বিভিন্ন ধরনের পঁচনশীল জৈব উপাদান বা জৈবিক পদার্থসমূহ-বিভিন্ন প্রকার অনুজীব, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক এবং কেঁচো দ্বারা সংঘটিত পঁচন ক্রিয়ার মাধ্যমে পঁচে যাওয়া জৈবিক পদার্থকেই জৈব সার বা কম্পোস্ট বলে। ট্রাইকোডার্মা (এক ধরনের ছত্রাক) দ্বারা সংঘটিত পঁচন ক্রিয়ার মাধ্যমে উৎপাদিত জৈব সার বা কম্পোস্টকে ট্রাইকো-কম্পোস্ট বলে।

ট্রাইকো-কম্পোস্ট সার এর গুরুত্বঃ ট্রাইকো-কম্পোস্ট অনুর্বর মাটিকে উর্বর করে, মাটির পুষ্টি উপাদানকে দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করে। ফলে মাটি পুষ্টি সমৃদ্ধ হয়, মাটির উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ে। এ সার ব্যবহারে ফসলের পুষ্টিগুণ বেড়ে যায়, ফসলের গুণগতমান ভালো হয়। এ সার উদ্ভিদে রোগ-বালাইয়ের উপদ্রব কমায় বা দমনে সহায়তা করে, ফলে পরিপূর্ণ পুষ্টিগুণসম্পন্ন সতেজ ফসল পাওয়া যায়। এটি ব্যবহারে গাছের প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদানের বেশীর ভাগের উপস্থিতির কারণে কমপক্ষে ৩০% রাসায়নিক সার সাশ্রয় হয় বলে কৃষকের উৎপাদন খরচ কমে আসে। ট্রাইকো-কম্পোস্ট (তরল) বীজ শোধন এবং গাছের রোগ-বালাই দমনে জৈব বালাইনাশক হিসেবে অত্যন্ত কার্যকর।



সার্বিক অর্জন :

১. এ পর্যন্ত বাস্তবায়িত প্রদর্শনীর সংখ্যা : ৪৬ টি
২. প্রযুক্তি বাস্তবায়নে মোট প্রদত্ত প্রশিক্ষণের সংখ্যা : ১০০ জন
৩. মোট স্থাপিত ক্লাস্টার সংখ্যা : ২ টি
৪. মোট সারের উৎপাদন : ২৩,০০০ কেজি
৬. মোট বিক্রয়মূল্য : ২,৩০,০০০ টাকা
৭. প্রযুক্তি বাস্তবায়নে মোট ব্যয় : ৫৫০০ টাকা (প্রথম ১ বছরে ১ টি প্রযুক্তি হতে)
৮. প্রযুক্তি বাস্তবায়নে মোট আয় : ১০,০০০ টাকা (প্রথম ১ বছরে ১ টি প্রযুক্তি হতে)
৯. প্রযুক্তি সম্প্রসারণে গৃহীত পদক্ষেপ : লিফলেট বিতরণ ১০০০ টি, সাইনবোর্ড- ৪৬ টি





নিরাপদ ফসল উৎপাদনে সমন্বিত শস্য ব্যবস্থাপনা (আইসিএম) ও GAP

সমন্বিত শস্য ব্যবস্থাপনা (Integrated Crop Management-ICM) সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (Integrated Pest Management- IPM) এর থেকে অধিক বিস্তৃত যা চাষাবাদের প্রধান বিষয়গুলোকে কেন্দ্রীভূত করে। যেমনঃ মানসম্পন্ন বীজের ব্যবহার, উচ্চ ফলনশীল জাত নির্বাচন, মাটির স্বাস্থ্য ও উর্বরতা ব্যবস্থাপনা এবং সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা। IPM বলতে পরিবেশকে দূষণমুক্ত রেখে এক বা একাধিক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে ফসলের ক্ষতিকারক পোকা ও রোগ বালাইকে অর্থনৈতিক ক্ষতি সীমার নিচে রাখাকে বুঝায়।

সার্বিক অর্জন :

২. এ পর্যন্ত বাস্তবায়িত প্রদর্শনীর সংখ্যা : ৩৭ টি
৩. প্রযুক্তি বাস্তবায়নে মোট প্রদত্ত প্রশিক্ষণের সংখ্যা : ১০০ জন
৪. মোট স্থাপিত ক্লাস্টার সংখ্যা : ৩ টি
৫. প্রযুক্তির আওতায় প্রদর্শনী আয়তন : ২ একর
৬. মোট সবজি উৎপাদন : ২২ টন
৭. মোট বিক্রয়মূল্য : ৫,৫৫,০০০ টাকা
৮. প্রযুক্তি বাস্তবায়নে মোট ব্যয় : ১,৮৫,০০০ টাকা
৯. প্রযুক্তি বাস্তবায়নে মোট আয় : ৩,৭০,০০০ টাকা
১০. প্রযুক্তি সম্প্রসারণে গৃহীত পদক্ষেপ : মাঠ দিবস-২ টি, সাইনবোর্ড-৩৭ টি
১১. প্রযুক্তিটির প্রতিক্রিয়ামূলক সদস্যের সংখ্যা : ২০ জন
১২. বিশেষ অর্জন : দেশের জাতীয় ইলেকট্রনিক মিডিয়া কর্তৃক কার্যক্রম ধারণ ও সম্প্রচার।



জলবায়ু পরিবর্তন
মোকাবেলায়
কৃষি অভিযোজন
কৌশল হিসেবে
সর্জন পদ্ধতি



জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য বাংলাদেশ অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সৃষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন- অতিবৃষ্টি, খরা, বন্যা, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, জোয়ার-ভাটা, লবণাক্ততা ইত্যাদি কারণে সবচেয়ে ঝুঁকিতে রয়েছে এ দেশের কৃষি সেক্টর। ভৌগোলিক অবস্থান, কৃষি পরিবেশ অঞ্চল, মাটির প্রকৃতি ইত্যাদি বিবেচনায় এলাকার উপযোগী বিশেষ ধরনের কৃষি কলাকৌশল গ্রহণ করে ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে ক্ষতি কমিয়ে আনা সম্ভব। সবজি চাষের জন্য সর্জান একটি বিশেষ পদ্ধতি। লবণাক্ত জোয়ার ভাটার আওতাভুক্ত এলাকায় পাশাপাশি দুটি বেডের মাঝে নালা কেটে বেড উঁচু করে তাতে সবজি ও ফল এবং নালায় মাছ চাষ করার পদ্ধতিকে সর্জান বা কান্দি পদ্ধতি বলে। জমিতে নালা কেটে পর পর উঁচু মোটা আইল করে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করা যায়। বৃষ্টির পানি দিয়ে উঁচু আইলে সবজি চাষ এবং দুই বেডের মাঝে খাল/খাদিতে মাছ চাষ করা যায়।

সার্বিক অর্জন :

১. এ পর্যন্ত বাস্তবায়িত প্রদর্শনীর সংখ্যা : ২৫ টি
২. প্রযুক্তি বাস্তবায়নে মোট প্রদত্ত প্রশিক্ষণের সংখ্যা : ৫০ জন
৩. মোট স্থাপিত ক্লাস্টার সংখ্যা : ৩ টি
৪. প্রযুক্তির আওতায় প্রদর্শনী আয়তন : ৩৫ একর
৫. মোট সবজি উৎপাদন : ৮৪ টন
৬. মোট বিক্রয়মূল্য : ২৫,২০,০০০ টাকা
৭. প্রযুক্তি বাস্তবায়নে মোট ব্যয় : ১৭,৫০,০০০ টাকা
৮. প্রযুক্তি বাস্তবায়নে মোট আয় : ৭,৭০,০০০ টাকা
৯. প্রযুক্তি সম্প্রসারণে গৃহীত পদক্ষেপ : মাঠ দিবস-২ টি, সাইনবোর্ড-২৫ টি
১০. প্রযুক্তির প্রতিরূপায়নকৃত সদস্যের সংখ্যা : ২০ জন
১১. বিশেষ অর্জন : দেশের জাতীয় ইলেকট্রনিক মিডিয়া কর্তৃক কার্যক্রম ধারণ ও সম্প্রচার।





জমির আইলে সবজি উৎপাদন

জনসংখ্যার তুলনায় আমাদের চাষের জমি অনেক কম। বর্ধিত জনসংখ্যার জন্য খাদ্য যোগান একটি অন্যতম চ্যালেঞ্জ। সীমিত জমিতে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি জমির আইলে ফসল চাষ করা গেলে খাদ্যের অভাব পূরণে এবং সবজির চাহিদা মেটাতে এসব আইল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

আইলে চাষযোগ্য সবজির মধ্যে রয়েছে শিম জাতীয় সবজি (দেশি শিম, ঝাড় শিম, বরবটি ইত্যাদি), করলা, গিমা কলমি, টমেটো, বেগুন, পুঁইশাক, ওলকপি এবং কাসাভা। তবে, আইলের আকার ভেদে কাকরোল, ঝিঙ্গা, চিচিঙ্গা, শশা, লাউ, লালশাক, পালংশাক, টেঁড়শ, লতিকচু, কুমড়া ইত্যাদি সবজিও চাষ করা যায়।

সার্বিক অর্জন :

১. এ পর্যন্ত বাস্তবায়িত প্রদর্শনীর সংখ্যা : ২০ টি
২. প্রযুক্তিগত বাস্তবায়নে মোট প্রদত্ত প্রশিক্ষণের সংখ্যা : ১০ জন
৩. মোট স্থাপিত ক্লাস্টার সংখ্যা : ৩ টি
৪. প্রযুক্তির আওতায় প্রদর্শনী আয়তন : ৪ একর
৫. মোট সবজি উৎপাদন : ৯ টন
৬. মোট বিক্রয়মূল্য : ২,৭০,০০০ টাকা
৭. প্রযুক্তিগত বাস্তবায়নে মোট ব্যয় : ১,৫০,০০০ টাকা
৮. প্রযুক্তিগত বাস্তবায়নে মোট আয় : ১,২০,০০০ টাকা
৯. প্রযুক্তিগত প্রতিকল্পায়নকৃত সদস্যের সংখ্যা : ২০ জন



শ্রী ইটালি এবং মসুর ও প্রসিদ্ধ ইটালি

বসতবাড়ীতে শাক সবজি ও ফলমূল চাষ

শস্যের নাম : **শাকসবজি**

সবুজ গাউন	সেপ্টেম্বর	আগস্ট থেকে
সাদা গাউন	সেপ্টেম্বর	সেপ্টেম্বর থেকে
কালো গাউন	সেপ্টেম্বর	সেপ্টেম্বর থেকে
সাদা গাউন	সেপ্টেম্বর	সেপ্টেম্বর থেকে

সবুজ গাউন : ১০০-১২০
সাদা গাউন : ১০০-১২০
কালো গাউন : ১০০-১২০
সাদা গাউন : ১০০-১২০

সবুজ গাউন : ১০০-১২০
সাদা গাউন : ১০০-১২০
কালো গাউন : ১০০-১২০
সাদা গাউন : ১০০-১২০



বসতবাড়িতে বছরব্যাপী সবজি ও ফলমূল উৎপাদন

সবজি সারা বছর চাষ করা যায়, তবে বাংলাদেশের শস্য উৎপাদনের মৌসুম অনুসারে সবজি সমূহকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়- শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন। শীতকালীন সবজিসমূহের মধ্যে বেগুন, মিষ্টিকুমড়া, ফুলকপি, বাধাকপি, টমেটো, লাউ, মূলা, সীম অন্যতম। অপরদিকে গ্রীষ্মকালীন সবজিসমূহের মধ্যে মিষ্টিকুমড়া, বেগুন, পটল, টেঁড়শ, বিঙ্গা, চিচিংগা, করলা, বরবাটি, চালকুমড়া, শসা, ক্ষিরা অন্যতম। এই সবজিগুলো বসতবাড়িতে তিন স্তরে চাষ করার মাধ্যমে একই জায়গায় অল্প সময়ে উৎপাদন অনেকাংশে বৃদ্ধি করা সম্ভব।



সার্বিক অর্জন :

১. এ পর্যন্ত বাস্তবায়িত প্রদর্শনীর সংখ্যা : ১২০ টি
২. প্রযুক্তি বাস্তবায়নে মোট প্রদত্ত প্রশিক্ষণের সংখ্যা : ২৫০ জন
৩. মোট স্থাপিত ক্লাস্টার সংখ্যা : ৩ টি
৪. প্রযুক্তির আওতায় প্রদর্শনী আয়তন : ২.৫ একর
৫. মোট সবজি উৎপাদন : প্রায় ৪ টন
৬. মোট বিক্রয়মূল্য : ১,০০,০০০ টাকা
৭. প্রযুক্তি বাস্তবায়নে মোট ব্যয় : ৪০,০০০ টাকা
৮. প্রযুক্তি বাস্তবায়নে মোট আয় : ৬০,০০০ টাকা
৯. প্রযুক্তি সম্প্রসারণে গৃহীত পদক্ষেপ : সাইনবোর্ড-১২০ টি
১০. প্রযুক্তিটির প্রতিকল্পায়নকৃত সদস্যের সংখ্যা : ২০ জন
১১. বিশেষ অর্জন : দেশের জাতীয় ইলেকট্রনিক মিডিয়া কর্তৃক কার্যক্রম ধারণ ও সম্প্রচার।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট (মৎস্য খাত)

পৃষ্ঠাঃ ২২-৩৭









কার্প-মলা মিশ্রচাষ ও পুকুর পাড়ে বছরব্যাপী সবজি চাষ

পুকুরে কার্পজাতীয় মাছের সাথে মলা মাছের মিশ্রচাষ করা লাভজনক। কারণ ছোট-বড় সব ধরনের পুকুরে মলা মাছ চাষ করা যা এবং সাথে ফসল হিসেবে এর চাষ বেশী লাভজনক। মলার চাষ পদ্ধতি সহজ, দাম বেশি এবং বাজারে ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। অধিক পুষ্টিগুণসম্পন্ন এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুষ্টি চাহিদা পূরণে অধিক বেশ কার্যকরী। মলা মাছ বছরে ৩-৪ বার জলাশয়ে ডিম দেয়। ১ম বার ডিম দেয়ার ১ মাস পর থেকে ১৫-২০ দিন পরপর পুকুর থেকে মলা মাছ আংশিক আহরণ করা যায়। ১০ শতাংশ পুকুরে কার্প-মলা মিশ্র চাষ ও পাড়ে বছরব্যাপী সবজি চাষ (৫-৬ মাস মেয়াদে) করে প্রায় ২৮,৪০০ টাকা আয় করা সম্ভব।



সার্বিক অর্জন :

১. এ পর্যন্ত বাস্তবায়িত মোট প্রদর্শনীর সংখ্যা : ৭৫ টি
২. প্রযুক্তিটি বাস্তবায়নে মোট প্রদত্ত প্রশিক্ষণের সংখ্যা : ১০০ জন
৩. মোট স্থাপিত ক্লাস্টারের সংখ্যা : ২ টি
৪. প্রযুক্তির আওতায় মোট প্রদর্শনী পুকুরের আয়তন : ১০.৬২ হেক্টর
৫. মোট মাছের উৎপাদন : প্রায় ৫২.৫ মে. টন
৬. মোট বিক্রয় মূল্য: ৬০,৩৭,৫০০ টাকা
৭. প্রযুক্তিটি বাস্তবায়নে মোট ব্যয় : ২৮,৩৭,৬২৫ টাকা
৮. প্রযুক্তিটি বাস্তবায়নে মোট আয় : ৩১,৯৯,৮৭৫ টাকা
৯. প্রযুক্তিটি সম্প্রসারণে গৃহীত পদক্ষেপ : মাঠ দিবস- ২ টি, বিলবোর্ড-১ টি ও সাইনবোর্ড-৭৫ টি
১০. প্রযুক্তিটির প্রতিরূপায়নকৃত সদস্য সংখ্যা : ২৫ জন

কার্প ও গলদা চিংড়ির মিশ্র চাষ





পুকুরে কার্প জাতীয় মাছের সাথে গলদা চিংড়ির মিশ্র চাষ অত্যন্ত লাভজনক ও সম্ভাবনাময়। এছাড়া চাষ পদ্ধতিও তুলনামূলক সহজ। গলদা চিংড়ি দ্রুত বর্ধনশীল হওয়ার প্রায় ৬-৭ মাসের মধ্যেই চিংড়ি সহজেই বাজারজাত করা যায়। উচ্চ বাজারমূল্য হওয়ার কারণে চাষীদের নিকট চাহিদা বেশী। অগভীর ও মৌসুমী পুকুরে গলদার চাষ করা যায়। উৎপাদন ব্যয়ের তুলনায় আয়ের পরিমাণ অনেক বেশী। ১০ শতাংশ পুকুরে কার্প-গলদা মিশ্র মাছ চাষ ও পাড়ে সবজি চাষ (৬-৭ মাস উৎপাদন চক্র) করে প্রায় ৪২,৬৪৫/- টাকা আয় করা সম্ভব।

সার্বিক অর্জন :

১. এ পর্যন্ত বাস্তবায়িত মোট প্রদত্ত প্রদর্শনীর সংখ্যা : ৬০ টি
২. প্রযুক্তি বাস্তবায়নে মোট প্রদত্ত প্রশিক্ষণের সংখ্যা : ৭৫ জন
৩. স্থাপিত ক্লাস্টারের সংখ্যা : ১ টি
৪. প্রযুক্তির আওতায় প্রদর্শনী পুকুরের আয়তন : ৭.২৯ হেক্টর
৫. মোট মাছের উৎপাদন : কার্প মাছ - ২৭ মে. টন, চিংড়ি - ৩.৬ মে.টন
৬. মোট বিক্রয় মূল্য : কার্প মাছ ৩১,০৫,০০০/- টাকা ও চিংড়ি - ১০,৮০,০০০/- টাকা
৭. প্রযুক্তি বাস্তবায়নে মোট ব্যয় : ৪১,৮০,০০০ টাকা
৮. প্রযুক্তি বাস্তবায়নে মোট আয় : ২৮,৮০,০০০ টাকা
৯. প্রযুক্তি সম্প্রসারণে গৃহীত পদক্ষেপ : মাঠ দিবস - ১টি, সাইনবোর্ড- ৬০টি
১০. প্রযুক্তি প্রতিরূপায়নকৃত সদস্য সংখ্যা : ১০ জন





পরিপক্ক অর্থাৎ ডিম্বাশয় অপরিপুষ্ট ১০০-১৮০ গ্রাম বা তদুর্ধ্ব গড় ওজনের স্ত্রী কাঁকড়াকে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় স্বল্প সময়ে জৈবিক বৈশিষ্ট্যাবলী তৈরীর মাধ্যমে পরিপক্ক বা ডিম্বাশয় পরিপুষ্ট করাকে কাঁকড়া ফ্যাটেনিং বা মোটাতাজাকরণ বলা হয়।

কাঁকড়া ফ্যাটেনিং-এর গুরুত্ব

রপ্তানিযোগ্য মৎস্য পণ্যের মধ্যে চিংড়ির পরেই কাঁকড়ার স্থান। রপ্তানি বাজারে ডিম্বাশয় পরিপুষ্ট/ফ্যাটেন্ড/মোটাতাজাকৃত কাঁকড়ার চাহিদা অত্যধিক। মোটাতাজাকৃত কাঁকড়ার বাজার মূল্য অপরিপক্ক কাঁকড়ার চেয়ে প্রায় ৪-৬ গুণ বেশী। সহজ ব্যবস্থাপনায় স্বল্প সময়ে অধিক আয়ের সুযোগ থাকায় উপকূলীয় অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে সহায়ক এবং লাভজনক একটি আইজিএ হলো কাঁকড়া ফ্যাটেনিং।



কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ

সার্বিক অর্জন :

১. এ পর্যন্ত বাস্তবায়িত মোট প্রদর্শনীর সংখ্যা : ৩৭ টি
২. প্রযুক্তিটি বাস্তবায়নে মোট প্রদত্ত প্রশিক্ষণের সংখ্যা : ৫০ জন
৩. মোট স্থাপিত ক্লাস্টারের সংখ্যা : ২টি
৪. প্রযুক্তির আওতায় প্রদর্শনী পুকুর ঘের এর আয়তন : ১.৫ হেক্টর
৫. মোট কাঁকড়ার উৎপাদন : ৫.৫৫ মে.টন
৬. মোট বিক্রয় মূল্য : ২৭,৭৫,০০০ টাকা
৭. প্রযুক্তিটি বাস্তবায়নে মোট ব্যয় : ১৫,৮৭,০০০ টাকা
৮. প্রযুক্তিটি বাস্তবায়নে মোট আয় : ১১,৮৮,০০০ টাকা
৯. প্রযুক্তিটি সম্প্রসারণে গৃহীত পদক্ষেপ : মাঠ দিবস -১, সাইনবোর্ড- ৩৭টি
১০. প্রযুক্তিটির প্রতিরূপায়নকৃত সদস্য সংখ্যা : ১২ জন
১১. বিশেষ অর্জন : দেশের জাতীয় ইলেকট্রনিক মিডিয়া কর্তৃক কার্যক্রম ধারণ ও সম্প্রচার।





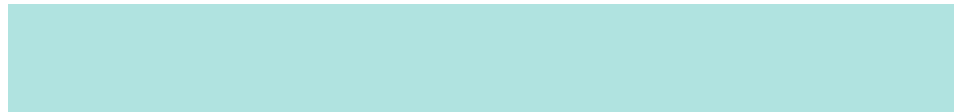


কুচিয়া চাষ/মোটাতাজাকরণ

কুচিয়া এক ধরনের মসৃণ ত্বক বিশিষ্ট পিচ্ছিল ও আইশবিহীন মাছ যা অধিক মজুদ ঘনত্বে পুকুর, হাপা, চৌবাচ্চা বা ডিচে অল্প পুঁজিতে সহজে চাষযোগ্য। প্রতিকূল পরিবেশে কুচিয়া টিকে থাকতে পারে। কুচিয়া রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব। প্রতি ১০০ গ্রাম কুচিয়ায় প্রায় ১৪ গ্রাম প্রোটিন এবং ৩০৩ কিলোক্যালরি শক্তি পাওয়া যায়। ২৪ ফুট দৈর্ঘ্য, ১২ ফুট প্রস্থ ও ৪ ফুট গভীরতা বিশিষ্ট একটি ডিচে কুচিয়া মাছ চাষ করে বছরে প্রায় ২৫,০০০/- হতে ৩৫,০০০/- টাকা আয় করা সম্ভব।

সার্বিক অর্জন :

১. এ পর্যন্ত বাস্তবায়িত মোট প্রদর্শনীর সংখ্যা : ২৫ টি
২. প্রযুক্তি বাস্তবায়নে মোট প্রদত্ত প্রশিক্ষণের সংখ্যা : ৪০ জন
৩. মোট স্থাপিত ক্লাস্টারের সংখ্যা : ২ টি
৪. প্রযুক্তির আওতায় প্রদর্শনী ডিচের আয়তন : ০.১৩ হেক্টর
৫. মোট কুচিয়া মাছের উৎপাদন : ০.৭৫ মে. টন
৬. মোট বিক্রয় মূল্য: ১,৫০,০০০/- টাকা
৭. প্রযুক্তি বাস্তবায়নে মোট ব্যয় : ৮৯,০০০/- টাকা
৮. প্রযুক্তি বাস্তবায়নে মোট আয় : ৬১,০০০/- টাকা
৯. প্রযুক্তি সম্প্রসারণে গৃহীত পদক্ষেপ : মাঠ দিবস-২টি, লিফলেট-১০০০ টি, সাইনবোর্ড-২৫ টি
১০. প্রযুক্তির প্রতিরূপায়নকৃত সদস্য সংখ্যা : ৫ জন
১১. বিশেষ অর্জন : দেশের জাতীয় ইলেকট্রনিক মিডিয়া কর্তৃক কার্যক্রম ধারণ ও সম্প্রচার।





ভেটকি-তেলাপিয়া-কার্প মাছের মিশ্র চাষ

ভেটকি মাছ লবণাক্ততা সহনশীল হওয়ায় নদী, মোহনা ও উপকূলীয় জলাশয়ে সহজে চাষযোগ্য। প্রতিকূল পরিবেশে সহজে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম হওয়ায় অধিক ঘনত্বে চাষ করা যায়। স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারমূল্য বেশি হওয়ায় ভেটকি মাছ চাষ করা অধিক লাভজনক। ভেটকি, তেলাপিয়া ও কার্প জাতীয় মাছের মিশ্র চাষে একর প্রতি বছরে প্রায় ২০০,০০০/- হতে ২৫০,০০০/- টাকা আয় করা সম্ভব।

সার্বিক অর্জন :

- ❖ এ পর্যন্ত বাস্তবায়িত মোট প্রদর্শনীর সংখ্যা : ২৩ টি
- ❖ প্রযুক্তিটি বাস্তবায়নে মোট প্রদত্ত প্রশিক্ষণের সংখ্যা : ২৫ জন
- ❖ মোট স্থাপিত ক্লাস্টারের সংখ্যা : ১টি
- ❖ প্রযুক্তির আওতায় প্রদর্শনী পুকুরের আয়তন : ৪.৬৬ হেক্টর
- ❖ মোট মাছের উৎপাদন : ২৫.৮৫ টন
- ❖ মোট বিক্রয় মূল্য: ৫৬,৮৭,০০০/- টাকা
- ❖ প্রযুক্তিটি বাস্তবায়নে মোট ব্যয় : ৪৪,৪৩,৫০০/- টাকা
- ❖ প্রযুক্তিটি বাস্তবায়নে মোট আয় : ১২৪৩৫০০/- টাকা
- ❖ প্রযুক্তিটি সম্প্রসারণে গৃহীত পদক্ষেপ : মাঠ দিবস ১ টি, বিলবোর্ড স্থাপন-১টি ও সাইনবোর্ড স্থাপন-২৩ টি
- ❖ প্রযুক্তিটির প্রতিরূপায়নকৃত সদস্য সংখ্যা : ১২ জন

উচ্চমূল্যের
চিতল, আইড় ও শোল
মাছের মিশ্র চাষ





মাছ চাষে আয় ও ব্যয়ের (বিসিআর) ক্ষেত্রে যেসব প্রজাতির মাছ চাষে ব্যয়ের তুলনায় আয়ের পরিমাণ অত্যধিক, সেসব প্রজাতির মাছই সাধারণত উচ্চমূল্যের মাছ হিসাবে পরিচিত। উচ্চমূল্যের মাছ চাষে তুলনামূলকভাবে লাভ বেশি। অন্যান্য মাছের তুলনায় দাম বেশি, ভোক্তাদের নিকট চাহিদা বেশি এবং সহজে বাজারজাত করা যায়। এসব প্রজাতির মাছের মধ্যে রয়েছে চিতল, বোয়াল, আইড. পাবদা, গুলশা, ট্যাংরা, মলা, শিং, মাগুর, বাইম ইত্যাদি।

সার্বিক অর্জন :

- ◆ এ পর্যন্ত বাস্তবায়িত মোট প্রদত্ত প্রশিক্ষণের প্রদর্শনীর সংখ্যা : ২৫ টি
- ◆ প্রযুক্তিটি বাস্তবায়নে মোট প্রদত্ত প্রশিক্ষণের সফল: ২৫ জন
- ◆ মোট বাস্তবায়িত ক্লাস্টারের সংখ্যা : ১টি
- ◆ প্রযুক্তির আওতায় প্রদর্শনী পুকুরের আয়তন : ১২,৫ হেক্টর
- ◆ মোট মাছের উৎপাদন : ২৫ মে. টন
- ◆ মোট বিক্রয় মূল্য: ৫৫,০০,০০০/- টাকা
- ◆ প্রযুক্তিটি বাস্তবায়নে মোট ব্যয় : ৩৬,৭৬,৫০০/- টাকা
- ◆ প্রযুক্তিটি বাস্তবায়নে মোট আয় : ১৮,২৩,৫০০/- টাকা
- ◆ প্রযুক্তিটি সম্প্রসারণে গৃহীত পদক্ষেপ : মাঠ দিবস - ১টি, বিলবোর্ড -১টি, সাইনবোর্ড - ২৫টি
- ◆ প্রযুক্তিটির প্রতিরূপায়নকৃত সদস্য সংখ্যা : ৯ জন



মাছের খাবার/ফিশ ফিড
তৈরি ও বিপণনে উদ্যোক্তা সৃষ্টি





মৎস্য চাষীরা নিজের বাড়িতে স্বল্প খরচে ফিশ ফিড তৈরির মেশিন স্থাপন করে প্রয়োজনমতো মাছের বিভিন্ন আকারের পিলেট জাতীয় খাবার তৈরি করে। যার ফলে বাজার থেকে আর সম্পূরক খাদ্য কিনতে হয় না বরং নিজের পুকুরের মাছের পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য দিয়ে ও খাদ্য বাজারজাত করতে পারে। এর মাধ্যমে বাড়তি খরচ হয় না। প্রযুক্তিটি বাস্তবায়নের ফলে মৎস্য চাষীরা অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হচ্ছে, কর্মসংস্থান এর সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে এবং মাছের সঠিক পুষ্টিগুণ চাহিদা নিশ্চিত করা যাচ্ছে।



সার্বিক অর্জন :

- ✱ এ পর্যন্ত বাস্তবায়িত মোট প্রদত্ত প্রদর্শনীর সংখ্যা : ৩ টি
- ✱ প্রযুক্তিটি বাস্তবায়নে মোট প্রদত্ত প্রশিক্ষণের সংখ্যা : ৪ জন
- ✱ প্রযুক্তির আওতায় ফিড মেশিনের সংখ্যা : ৪ টি
- ✱ মোট মাছের খাদ্য উৎপাদন : প্রায় ১৮ মে. টন
- ✱ মোট বিক্রয় মূল্য : ৮,১০,০০০/- টাকা
- ✱ প্রযুক্তিটি বাস্তবায়নে মোট ব্যয় : ৬,৪৮,০০০/- টাকা
- ✱ প্রযুক্তিটি বাস্তবায়নে মোট আয় : ১৬২০০০/- টাকা
- ✱ প্রযুক্তিটি সম্প্রসারণে গৃহীত পদক্ষেপ : মাঠ দিবস - ১ টি, সাইনবোর্ড- ৪ টি



মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট

(প্রাণিসম্পদ খাত)

পৃষ্ঠাঃ ৩৮-৫৫



উত্তম ব্যবস্থাপনা চর্চা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে
গাভী পালন



সদস্যের সংকর জাতের গাভি পালন করতে উদ্বুদ্ধ করা যাতে দৈনিক গড়ে কমপক্ষে ৯ লিটার দুধ পাওয়া যায়। গাভির ঘরটি কমপক্ষে ১০*১৫ ফুট আকারের হতে হবে। ঘরটি উন্মুক্ত হবে যেখানে গাভির গলায় কোন প্রকারের দড়ি থাকবে না, পর্যাপ্ত খাবার ও পানির ব্যবস্থা থাকতে হবে। গাভির পার্শ্বে আলাদা ঘেরা জায়গায় বাছুর রাখার ব্যবস্থা থাকতে হবে। গাভিকে ঘরে ছেড়ে পালন করতে হবে। গাভিকে প্রতিদিন ৩০-৩৫ কেজি ঘাস, ৪-৬ কেজি দানাদার খাদ্য এবং ৩-৫ কেজি UTS/UMS খাওয়াতে হবে। গাভির সামনে সবসময় পরিষ্কার পানি থাকতে হবে। ইউটিএস/ ইউএমএস ব্যবহার করতে হবে এবং খামারীকে ভালভাবে ইউটিএস/ ইউএমএস তৈরির কৌশল শিখিয়ে দিতে হবে। গাভিকে নিয়মিত কৃমিনাশক ট্র্যাবলেট (Triclabendazole 900mg & Levamisole HCL 600mg) খাওয়াতে হবে। বাছুরকে দৈনিক গড়ে কমপক্ষে ২ কেজি দুধ খাওয়াতে হবে। ৪ মাসের পর দৈনিক ন্যূনতম ১.৫-২.০ কেজি দানাদার খাদ্য, ৮-১০ কেজি ভুট্টা জাতীয় ঘাস এবং ২-৩ কেজি UTS/UMS খাওয়াতে হবে। গাভিকে দৈনিক কমপক্ষে ২ বার (দুধ দোহনের পূর্বে) গোসল করাতে হবে। ষাঁচ বাছুর ১২-১৮ মাসের মধ্যে বিক্রি করে দিতে হবে। ঘাস চাষের জন্য কমপক্ষে ১.৫-২ শতাংশ জমি থাকতে হবে।



সার্বিক অর্জন :

- ★ এ পর্যন্ত বাস্তবায়িত প্রদর্শনীর সংখ্যা : ৭০ টি
- ★ প্রযুক্তি বাস্তবায়নে মোট প্রদত্ত প্রশিক্ষণের সংখ্যা : ৭৫ জন
- ★ মোট স্থাপিত ক্লাস্টার সংখ্যা : ৩টি
- ★ মোট উৎপাদন : ২১০০০০ লিটার দুধ, ৩৫০০ কেজি মাংস ও ১০৫ টি বকনা বাছুর
- ★ মোট বিক্রয়মূল্য : ১,১৯,০০০০০ টাকা
- ★ প্রযুক্তি বাস্তবায়নে মোট ব্যয় : ৬৩,০০,০০০ টাকা
- ★ প্রযুক্তি বাস্তবায়নে মোট আয় : ৫৬,০০,০০০ টাকা
- ★ প্রযুক্তি সম্প্রসারণে গৃহীত পদক্ষেপ : খামার দিবস-৩ টি ও বিলবোর্ড ১ টি
- ★ প্রযুক্তিটির প্রতিরূপায়নকৃত সদস্যের সংখ্যা : ১১ জন
- ★ বিশেষ অর্জন : দেশের জাতীয় ইলেকট্রনিক মিডিয়া (বিটিভি - মাটি ও মানুষ) কর্তৃক কার্যক্রম ধারণ ও সম্প্রচার।

আধা-নিবিড় পদ্ধতিতে
মাচায় ছাগল পালন





মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালনে প্রতিটি মা ছাগলকে ৮-১০ বর্গফুট জায়গা দিতে হবে অর্থাৎ ৬টি মা ছাগলকে ৪৮-৬০ বর্গফুট (দৈর্ঘ্য ৮ হাত এবং প্রস্থ ৩.৫ হাত) জায়গা দিতে হবে। মাচা কাঠের/বাঁশের হতে পারে। এক্ষেত্রে মাচা তৈরির সময় একটি কাঠের/বাঁশের বাটাম/ফালি বসানোর পর দ্বিতীয় বাটাম/ফালি প্রথম বাটাম/ফালি হতে ১.৫-২ সেগমিঃ অথবা এক আঙ্গুল পরিমাণ ফাঁকা রেখে বসাতে হবে। মাচায় উঠার জন্য সিঁড়ি তৈরি করে দিতে হবে। মাচার চারপাশে বেড়া (সিঁড়ির সামনের অংশ ব্যতিত) থাকতে হবে। ছাগলের ঘরে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা থাকতে হবে। ঘরের সামনে প্রায় ১৩০ বর্গফুট (১৩ ফুট*১০ ফুট) বেড়া দিয়ে ঘেরা থাকবে এবং উক্ত জায়গা ছাগলের Exercise yard হিসেবে ব্যবহৃত হবে। প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে ছাগল ক্রয়ের ক্ষেত্রে সরাসরি বাজার থেকে ক্রয় না করে অভিজ্ঞ খামারীর বাড়ি থেকে গুণগত মানসম্পন্ন ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগল ক্রয় করতে হবে। পর্যাপ্ত কাঁচা ঘাস (ছাগল প্রতি ২.৫-৩ কেজি/দিন) এবং প্রয়োজনমত দানাদার খাদ্য (ছাগল প্রতি ২৫০-৩০০ গ্রাম/দিন) খাওয়াতে হবে। দুধ ছেড়েছে এরূপ বাচ্চাকে দৈনিক ৫০-১৫০ গ্রাম দানাদার খাদ্য এবং ৪০০-৫০০ গ্রাম কাঁচা ঘাস খাওয়াতে হবে। বাড়ন্ত বাচ্চাকে দৈনিক ১৫০-২০০ গ্রাম দানাদার খাদ্য এবং ১-১.৫ কেজি কাঁচা ঘাস খাওয়াতে হবে। কাঁচা ঘাসের স্বল্পতার ক্ষেত্রে ইউটিএস/ ইউএমএস ব্যবহার করতে হবে এবং খামারীকে ভালভাবে ইউটিএস/ইউএমএস তৈরির কৌশল শিখিয়ে দিতে হবে। নিয়মিত নিয়ম মেনে কৃমিনাশক ট্যাবলেট (Triclabendazole 900mg & Levamisole HCL 600mg) ও টিকা প্রদান করতে হবে।

সার্বিক অর্জন :

- এ পর্যন্ত বাস্তবায়িত প্রদর্শনীর সংখ্যা : ১২৭ টি
- প্রযুক্তি বাস্তবায়নে মোট প্রদত্ত প্রশিক্ষণের সংখ্যা : ১৩০ জন
- মোট উৎপাদন : ২০৪৮ টি ছাগল
- মোট বিক্রয়মূল্য : ৮১,৯২,০০০ টাকা
- প্রযুক্তি বাস্তবায়নে মোট ব্যয় : ৩৫,৪১,০০০ টাকা
- প্রযুক্তি বাস্তবায়নে মোট আয় : ৪৬,৫১,০০০ টাকা
- প্রযুক্তি সম্প্রসারণে গৃহীত পদক্ষেপ : খামার দিবস ২ টি
- প্রযুক্তির প্রতিরূপায়নকৃত সদস্যর সংখ্যা : ১৯ জন
- বিশেষ অর্জন : ইলেকট্রনিক মিডিয়া (বিটিভি-মাটি ও মানুষ) কর্তৃক কার্যক্রম ধারণ ও সম্প্রচার করা হয়।

সঠিক জীব-নিরাপত্তায় হাইব্রিড ব্রয়লার মুরগি পালন





নিরাপদ ব্রয়লার বলতে এমন ব্রয়লার মুরগিকে মাংসকে বুঝানো হয় যার মাংস খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করলে স্বল্প বা দীর্ঘমেয়াদী কোন স্বাস্থ্য ঝুঁকি থাকবে না। এক্ষেত্রে ব্রয়লার মুরগিকে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে ও বিশেষ ব্যবস্থাপনায় পালন করা হয় যার মাংস সম্পূর্ণভাবে খাদ্য বা ঔষধজাত বিভিন্ন ক্ষতিকর পদার্থের দূষণমুক্ত হবে। জনস্বাস্থ্যের জন্য নিরাপদ ব্রয়লার উৎপাদনের মৌলিক বিষয়সমূহ হলো খামারে উত্তম জীব-নিরাপত্তা ব্যবস্থা অনুসরণ করতে হবে। নির্ভরযোগ্য উৎস ও লাইসেন্সপ্রাপ্ত ডিলার অথবা বিশ্বাসযোগ্য, প্রতিষ্ঠিত এবং সুনাম আছে এমন হ্যাচারি (যেমন: কাজী, সিপি, প্যারাগন, নারিস ইত্যাদি) হতে সুস্থ সবল বাচ্চা সংগ্রহ করতে হবে। বিশ্বাসযোগ্য, প্রতিষ্ঠিত এবং সুনাম আছে এমন প্রতিষ্ঠান, ফিডমিল বা তার ডিলারের নিকট থেকে মানসম্মত খাদ্যসহ অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রী। (যেমন: খাবার পাত্র, পানির পাত্র) সংগ্রহ করতে হবে। নিরাপদ ব্রয়লার উৎপাদন ও রোগ প্রতিরোধে উত্তম প্রাণীপালন ব্যবস্থাপনা অনুশীলন করতে হবে



সার্বিক অর্জন :

- পর্যন্ত বাস্তবায়িত প্রদর্শনীর সংখ্যা : ৩১ টি
- প্রযুক্তি বাস্তবায়নে মোট প্রদত্ত প্রশিক্ষণের সংখ্যা : ৩১ জন
- মোট স্থাপিত ক্লাস্টার সংখ্যা : ৪ টি
- মোট উৎপাদন : ২,৯৭,৬০০ কেজি
- মোট বিক্রয়মূল্য : ২,৬৭,৮৪,০০০ টাকা
- প্রযুক্তি বাস্তবায়নে মোট ব্যয় : ২১৪,২৭২০০ টাকা
- প্রযুক্তি বাস্তবায়নে মোট আয় : ৫৩,৫৬৮০০ টাকা
- প্রযুক্তি সম্প্রসারণে গৃহীত পদক্ষেপ : খামার দিবস ২ টি ও তথ্য ভিত্তিক সাইনবোর্ড ১টি
- প্রযুক্তিটির প্রতিরূপায়নকৃত সদস্যর সংখ্যা : ২২ জন
- বিশেষ অর্জন : দেশের জাতীয় ইলেকট্রনিক মিডিয়া (বিটিভি - মাটি ও মানুষ) কর্তৃক কার্যক্রম ধারণ ও সম্প্রচার।

ভার্মি কম্পোষ্ট/ কেটো সার উৎপাদন





গরু, ছাগল, মহিষ, ভেড়ার গোবর, হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা নির্দিষ্ট জাতের কেঁচো দ্বারা খাওয়ানোর ফলে কেঁচোর মলমূত্র আকারে যে সার পাওয়া যায় তাকে কেঁচো সার বলে। কেঁচো সার এক ধরনের উৎকৃষ্ট মানের জৈব সার। ফসল বীজের অঙ্কুরোদগম ও ফসলের বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করে এবং ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করে। ফসলের শিকড়ের বৃদ্ধি ও গঠনকে উন্নত করে। মাটিতে ফসলের প্রয়োজনীয় হরমোন ও জিবরালিক এসিড যোগ করে। সেচের চাহিদা কমায়। মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। মাটির ভৌত, জৈব ও রাসায়নিক গুণাগুণ উন্নত করে।

সার্বিক অর্জন :

- ☆ এ পর্যন্ত বাস্তবায়িত প্রদর্শনীর সংখ্যা : ১০১০ টি
- ☆ প্রযুক্তি বাস্তবায়নে মোট প্রদত্ত প্রশিক্ষণের সংখ্যা : ৯৫০ জন
- ☆ মোট স্থাপিত ক্লাস্টার সংখ্যা : ১৬ টি
- ☆ মোট উৎপাদন : ৪,২৬,০০০ কেজি এবং ১০,১০,০০০ টি কেঁচো
- ☆ মোট বিক্রয়মূল্য : ৫২,৭০,০০০ টাকা
- ☆ প্রযুক্তি বাস্তবায়নে মোট ব্যয় : ২০,২০,০০০ টাকা
- ☆ প্রযুক্তি বাস্তবায়নে মোট আয় : ৩২,৫০,০০০ টাকা
- ☆ প্রযুক্তি সম্প্রসারণে গৃহীত পদক্ষেপ : লিফলেট ১০০০টি
- ☆ প্রযুক্তিটির প্রতিরূপায়নকৃত সদস্যের সংখ্যা : ৪৫ জন
- ☆ বিশেষ অর্জন : দেশের জাতীয় ইলেকট্রনিক মিডিয়া (বিটিভি - মাটি ও মানুষ) কর্তৃক কার্যক্রম ধারণ ও সম্প্রচার।

ডিমের জন্য
খাকি ক্যাশ্বেল/
জিনডিং জাতের
হাঁস পালন





আমাদের দেশের আবহাওয়ায় ডিমের জন্য খাকি ক্যাম্বেল ও জিনডিং জাতের হাঁস বিশেষ উপযোগী। আধা-নিবিড় পদ্ধতিতে অর্থাৎ দিনে কিছু সময় ছেড়ে দিয়ে এবং কিছু সময় ঘেরা স্থানে রেখে হাঁস পালন করা হয়। ঘেরা স্থানে পুকুরে হাঁস সাতার কাটে। রাতে থাকার জন্য ঘর এবং ডিম পাড়ার জন্য বাস্তু তৈরি করা হয়। হাঁস পালনের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্থানে যেখানে পানি উঠে না সেখানে ছুঁমি হতে ৩ ফুট উচ্চতায় প্রতি ৫০ টি হাঁসের জন্য ১৫ ফুট দৈর্ঘ্য ও ১০ ফুট প্রস্থ বিশিষ্ট আলোবাতাস চলাচল উপযোগী মাচা ঘর তৈরি করা হয়। তাপ দেওয়ার জন্য সর্বোচ্চ ২৫০ টি বাচ্চার জন্য ১ টি ব্রুডার এবং ৫০ টি হাঁসের জন্য ৪ টি গোলাকার খাবার পাত্র ও ৬ টি গোলাকার পানির পাত্র প্রদান করা হয়। হাঁসকে নিয়মিত পরিমাণমত সুস্বাদু খাবার প্রদান করা হয়। বর্ষাকালে চড়ে খাওয়ার পাশাপাশি প্রতিটি হাঁসকে দৈনিক ৬০-৭০ গ্রাম ও শীতকালে দৈনিক ১৩০ গ্রাম দানাদার খাবার প্রদান করা হয় এবং নিয়মিত সিডিউল মোতাবেক ডাকপ্লেগ ও ডাক কলেরা রোগের প্রতিষেধক টিকা প্রদান করা হয়। খাকি ক্যামবেল হাঁস সাড়ে ৪ মাস রয়স থেকেই ডিম দিতে শুরু করে এবং বছরে গড়ে ২৫০-৩০০ টি ডিম দেয়। এরা টানা ১-৩ বছর পর্যন্ত একই হারে ডিম পাড়ে। এদের ওজন ২-২.৫ কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে।

সর্বিক অর্জন :

- ✱ এ পর্যন্ত বাস্তবায়িত প্রদর্শনীর সংখ্যা : ৬১ টি
- ✱ প্রযুক্তি বাস্তবায়নে মোট প্রদত্ত প্রশিক্ষণের সংখ্যা : ৬১ জন
- ✱ মোট স্থাপিত ক্লাস্টার সংখ্যা : ২ টি
- ✱ মোট উৎপাদন : ৩,১০,০০০ টি ডিম এবং ৩১০০ কেজি মাংস
- ✱ মোট বিক্রয়মূল্য : ৩৪,১০,০০০ টাকা
- ✱ প্রযুক্তি বাস্তবায়নে মোট ব্যয় : ১৭,৭৬,৩২০ টাকা
- ✱ প্রযুক্তি বাস্তবায়নে মোট আয় : ১৬,৩৩,৬৮০ টাকা
- ✱ প্রযুক্তি সম্প্রসারণে গৃহীত পদক্ষেপ : খামার দিবস ১ টি
- ✱ মোট প্রযুক্তিটির প্রতিকারপায়নকৃত সদস্যর সংখ্যা : ৫ জন।
- ✱ বিশেষ অর্জন : দেশের জাতীয় ইলেকট্রনিক মিডিয়া (বিটিভি - মাটি ও মানুষ) কর্তৃক কার্যক্রম ধারণ ও সম্প্রচার।





টার্কি পালন (ডিম/মাংসের জন্য)

মাচা পদ্ধতিতে টার্কি পালন করতে হবে। অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্থানে যেখানে পানি উঠে না সেখানে ঘর নির্মাণ করতে হবে। বাঁশের চাটাই দিয়ে ঘরের বেড়া ও টিন দিয়ে চালা দেয়া যেতে পারে। ঘরে পর্যাপ্ত আলো-বাতাস প্রবেশের ব্যবস্থা থাকতে হবে। প্রতি ২০টি টার্কির জন্য ১১ হাত (১৬ ফুট) লম্বা এবং ৭ হাত (১০ ফুট) চওড়া ঘরের প্রয়োজন। ঘরের ভিতরে ভূমি হতে প্রায় ২ হাত (২.৫-৩.০ ফুট) উচ্চতায় মাচা নির্মাণ করতে হবে। খামারের চারপাশে ২-৩ ফুট দূরত্বে বেড়া দিয়ে ঘিরে দিতে হবে যা বাফার এলাকা হিসেবে গণ্য হবে। ২৮-৩০টি বাচ্চার জন্য ১টি খাবারের পাত্র এবং ৫৫-৬০টি বাচ্চার জন্য ১টি পানির পাত্র দিতে হবে। তাপ দেয়ার জন্য সর্বোচ্চ ২৫০টি বাচ্চার জন্য ১টি ব্রুডার দিতে হবে। বাচ্চা উঠানোর ১২-২৪ ঘন্টা পূর্বে চিকগার্ডের ভিতরে ১ ইঞ্চি পরিমাণ উর্চু করে লিটার বিছিয়ে তাপ দেয়ার জন্য ব্রুডার/লাইট/হ্যারিকেন চালু রাখতে হবে।

সর্বিক অর্জন :

- ❖ এ পর্যন্ত বাস্তবায়িত প্রদর্শনীর সংখ্যা : ১৭ টি
- ❖ প্রযুক্তিটি বাস্তবায়নে মোট প্রদত্ত প্রশিক্ষণের সংখ্যা : ১৭ জন
- ❖ মোট উৎপাদন : ২৩০০ টি উর্বর ডিম, ১০৭০ টি বাচ্চা ও ১৬৫০ কেজি মাংস
- ❖ মোট বিক্রয়মূল্য : ৭,৬৯,৬০০ টাকা
- ❖ প্রযুক্তিটি বাস্তবায়নে মোট ব্যয় : ৬,৮০,০০০ টাকা
- ❖ প্রযুক্তিটি বাস্তবায়নে মোট আয় : ৮৯,৬০০ টাকা
- ❖ প্রযুক্তি সম্প্রসারণে গৃহীত পদক্ষেপ : খামার দিবস-২ টি, তথ্যভিত্তিক সাইনবোর্ড ১ টি
- ❖ প্রযুক্তিটির প্রতিরূপায়নকৃত সদস্যের সংখ্যা : ১ জন।
- ❖ বিশেষ অর্জন : দেশের জাতীয় ইলেকট্রনিক মিডিয়া (বিটিভি - মাটি ও মানুষ) কর্তৃক কার্যক্রম ধারণ ও সম্প্রচার।

বিশেষ আবাসন নিশ্চিত করে
দেশি মুরগী পালন





দেশি মুরগি পালনের ক্ষেত্রে মা মুরগির জন্য রাত্রিকালীন ঘর এবং বাচ্চা ও বাড়ন্ত মুরগি পালনের জন্য বিশেষ ধরনের ক্রিপারসহ খাঁচার প্রয়োজন হবে। অপেক্ষাকৃত উঁচু স্থানে যেখানে পানি উঠে না সেখানে মা মুরগির রাত্রিকালীন ঘর এবং বাচ্চা ও বাড়ন্ত মুরগি পালনের বিশেষ ধরনের ক্রিপারসহ খাঁচা স্থাপন করতে হবে। ১০টি দেশি মা মুরগির জন্য ২০-২৫ বর্গফুট আকারের রাত্রিকালীন ঘর থাকতে হবে। ঘরের পাটাতন মাচা প্রকৃতি হওয়া আবশ্যিক হবে। ৫-১০টি মা দেশি মুরগি হতে বাচ্চা উৎপাদন, উৎপাদিত বাচ্চার ক্রডিং ও আংশিক বাড়ন্তকালীন সময়ে পালনের জন্য ন্যূনতম ২৩-৩০ বর্গফুট (দৈর্ঘ্য ৭২ ইঞ্চি ও প্রস্থ ৪৬ ইঞ্চি) আকারের খাঁচা তৈরি করতে হবে। খাঁচার ভিতরে ৫টি পৃথক প্রকোষ্ঠ থাকবে এবং প্রকোষ্ঠের চারপাশে বাফার এলাকা থাকবে। উক্ত প্রকোষ্ঠে মা মুরগির যাতায়াতের জন্য দরজা থাকতে হবে। ৪০-৫০টি বাচ্চার জন্য ৫টি ছোট আকারের গোলাকার খাবারের পাত্র এবং ৫টি ছোট আকারের গোলাকার পানির পাত্র দিতে হবে।

সর্বিক অর্জন :

- ✿ এ পর্যন্ত বাস্তবায়িত প্রদর্শনীর সংখ্যা : ৪০ টি
- ✿ প্রযুক্তি বাস্তবায়নে মোট প্রদত্ত প্রশিক্ষণের সংখ্যা : ৪০ জন
- ✿ মোট স্থাপিত ক্লাস্টার সংখ্যা : ১ টি
- ✿ মোট উৎপাদন : ৫৬৮০ কেজি
- ✿ মোট বিক্রয়মূল্য : ১৭,২৮,০০০ টাকা
- ✿ প্রযুক্তি বাস্তবায়নে মোট ব্যয় : ১০,৬০,০০০ টাকা
- ✿ প্রযুক্তি বাস্তবায়নে মোট আয় : ৬,৬৮,০০০ টাকা
- ✿ প্রযুক্তি সম্প্রসারণে গৃহীত পদক্ষেপ : খামার দিবস ১ টি, তথ্যভিত্তিক সাইনবোর্ড ১ টি



সমন্বিত পদ্ধতিতে (নিবিড় ও আধা-নিবিড়)
কবুতর পালন



কবুতরের খামারের জন্য উঁচু, শুষ্ক ও সমতল ভূমি থাকা প্রয়োজন এবং ঘরে পর্যাপ্ত আলো বাতাস প্রবেশের ব্যবস্থা করতে হবে। কবুতরের ঘর এমন উচ্চতায় নির্মাণ করতে হবে যাতে কুকুর, বিড়াল, ইদুর ইত্যাদি কবুতরকে আক্রমণ করতে না পারে। প্রতিজোড়া কবুতরের জন্য ১ ফুট*১ ফুট*১ ফুট আকারের প্রকোষ্ঠ তৈরি করতে হবে। একরূপ ২৫ জোড়া কবুতরের জন্য ৫০টি প্রকোষ্ঠের প্রয়োজন হবে। ৫০টি প্রকোষ্ঠ ন্যূনতম ১০ ফুট*৮ ফুট*৮ ফুট আকারের খাঁচার ভিতরে স্থাপন করতে হবে। খাঁচার ভিতরে লিনিয়ার ফিডারে খাবার দিতে হবে ও পানি সরবরাহ করতে হবে। খাঁচার উপরে ছাউনি দিতে হবে। গ্রীষ্মকালে দৈনিক কবুতর প্রতি ন্যূনতম ২০ গ্রাম দানাদার খাদ্য এবং শীতকালে দৈনিক কবুতর প্রতি ৪০-৫০ গ্রাম সরবরাহ করতে হবে। প্রতিটি কবুতরের জন্য প্রদানকৃত প্রকোষ্ঠে নরম, শুষ্ক খড়-কুটা রেখে দিলে তারা তাদের প্রয়োজন মোতাবেক নেস্ট তৈরি করবে এবং সেখানে ডিম পাড়বে ও বাচ্চা ফুটাবে।

সর্বিক অর্জন :

- ✿ এ পর্যন্ত বাস্তবায়িত প্রদর্শনীর সংখ্যা : ২০ টি
- ✿ প্রযুক্তি বাস্তবায়নে মোট প্রদত্ত প্রশিক্ষণের সংখ্যা : ২০ জন
- ✿ মোট স্থাপিত ক্লাস্টার সংখ্যা : ১ টি
- ✿ মোট উৎপাদন : ৫৫০ টি বাচ্চা
- ✿ মোট বিক্রয়মূল্য : ১,৩৭,৫০০ টাকা
- ✿ প্রযুক্তি বাস্তবায়নে মোট ব্যয় : ৪,৫০,০০০ টাকা
- ✿ প্রযুক্তিটির প্রতিক্রিয়াকৃত সদস্যের সংখ্যা : ৩ জন

শেষ কথা

বিগত দুই দশকের অধিক সময় ধরে পিকেএসএফ-এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে 'সাগরিকা' সমাজ উন্নয়ন সংস্থা' বৃহত্তর নোয়াখালীতে বিভিন্ন প্রকল্প ও মূলপ্রোত কর্মসূচির আওতায় কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন করে আসছে। এ সকল কর্মসূচির মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে সংস্থার প্রকল্প এলাকায় সদস্যদের চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী নমনীয় শর্তে ঋণ সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি লাগসই প্রযুক্তি সরবরাহ এবং কারিগরি সহায়তাও দেয়া হয়ে থাকে। এর ফলে একদিকে যেমন কৃষিজ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ সম্ভব হচ্ছে অন্যদিকে সদস্যদের বাৎসরিক আয়ের পরিমাণও বাড়ছে। কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক আয়বর্ধনমূলক এসকল কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন এবং জাতীয় পর্যায়ে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার চরবাটা, চরমহিউদ্দিন, চর জব্বর, চরক্লার্ক শাখার নির্বাচিত সদস্যদের কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক প্রদর্শনী বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রযুক্তি ও কারিগরি জ্ঞানে সমৃদ্ধ করা হয়েছে, যা আধুনিক ও প্রযুক্তিবান্ধব পদ্ধতিতে কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উৎপাদনে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।



টেকসই কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণে

সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা



সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা
চরবাটা, সুবর্ণচর, নোয়াখালী

অর্থায়ন ও কারিগরি সহযোগিতায়
কৃষি ইউনিট এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)
পিকেএসএফ ভবন, ই-৪/বি, প্রশাসনিক এলাকা,
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

